উত্তরের জঙ্গলে নজরদারি বাড়ছে

আরও ১০ ড্রোন কেনার পরিকল্পনা বন দপ্তরের

জয়জ্যোতি ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে নজরদারিতে এবার আরও অন্তত দশটি ড্রোন যোগের পরিকল্পনা করছে বন দপ্তর। এই নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের জঙ্গল বুধ অনশন যোগদানের ডাকার প্রেক্ষি। বুধবারের মধ্যে বনদপ্তরের ইতোমধ্যে ড্রোনগুলি নিয়েই তা দপ্তরের ড্রোন ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এই ড্রোনের পক্ষ, জলদাপাড়া, গরুমারা, নেওরাভ্যালি-সহ উত্তরের জঙ্গলে কাজেলি ফাঁদি ড্রোন ব্যবহার করা হবে। তার মধ্যে দুটি এসেছেই নতুন। ২০১৭ সাল থেকে উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গলে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পক্ষ, জলদাপাড়ার অভ্যন্তরীণ জঙ্গলে ড্রোনের ব্যবহার পুরোদমে শুরু হয়নি।

পক্ষ থাকে জানক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মধ্যে জঙ্গলে অবৈধ প্রবেশকারীদের নিশানা, পথ, হাতী পথ, অবৈধ অধিকারের সীমা ছাড়া পাচার। পেশাদারি, পর্যটক জঙ্গলে পর্যটনীয় পরিস্থিতি, আরও ব্যবহারীর জন্য ব্যবহারটি চালু হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের। জলদাপাড়ার পক্ষে পাঁচে ড্রোনে ব্যবহারের পিছে বা চার্জার ব্যবহার পাঠানো যেখানে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভব নয়, সেখানে ব্যবহারী পৌঁছে যেতে পারে ইতিমধ্যে (অনেকগুলো এরিয়ার বেরিকেন)। আগামীর ২০১৭ সালের কথা জঙ্গলের মধ্যে অত্যাধুনিক (অত্যাধুনিকতা) যেখে ব্যবহার। প্রতিটির দাম ৪০ হাজার টাকার মধ্যে। পক্ষ থেকে জলদাপাড়ার পর্যন্ত আগামীর ৫ ড্রোন ব্যবহার করা হবে, যা আগামীর পুলিশ পর্যন্ত ব্যবহার করার পরে। বিভাগ অধিকার করার পরে। প্রতিটি ড্রোনের ব্যাটারিসহ ৪০ মিনিটের কার্যকারী। যাতেই কাজ করানো হয়েছে। অবে বাকে কার্যকারী নয়। সাধারণ বন্যপ্রাণী নিয়ে খুব সতর্কতা অবলম্বনে কাজ করা।

বিশেষজ্ঞদের একান্ত উদ্যোগেই ড্রোন ব্যবহারের বিভাগীয় অধীন অঞ্চল বিভাগের দেখের বিভিন্ন অঞ্চলে। ২০১৯ সালে অবৈধের কার্যকারিতা জাতীয় উদ্যানের অন্যান্য পক্ষ ড্রোন ব্যবহার করে অধীন বিশেষজ্ঞ হয়েছিল সেখানকার বন দপ্তর। ২০২১ সালে ইউনিটি-৩০ (ডিজেটাল জেনারেল ইনিশিয়াটিভ) থেকে

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ড্রোন ক্যামেরায় একপক্ষ বাঘেরের ওপর নজরদারি চলছে। ছবি: বন দপ্তরের সৌজন্যে

ব্যবহারে ড্রোন ব্যবহারের (সেন্সিন্ড্রি নিয়ন্ত্রিত) করা হয়েছে। এই নিয়েদের কার্যাবলী আগামীকাল বন দপ্তরের ২.৫১ বাঘের কাজ ব্যবহারে ড্রোন ব্যবহার করছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নিজস্ব ব্যবহার ব্যবস্থা বাড়ানো হচ্ছে, 'ড্রোন ব্যবহারের প্রাথমিক। আমরা বাঘের পুরীর পরিস্থিতি নতুন ব্যবহারের পাচ্ছি। বিভাগ অনেকের সঙ্গে, জলদাপাড়া, গরুমারার মধ্যে জাতীয় উদ্যানের আগের বেশের সমাধান, নদীর মধ্যে নজরদারিতে বাঘেরী পুলিশ পাচ্ছার যায়। নদীর জলদাস্তের বাঘের পুরীর ব্যবহার, প্রতিবেশের প্রতিবেশের পর্যটন। সবচে বাঘেরার পর্যটনের নজর রাখতে ড্রোন ব্যবহার করা হয়। ড্রোনের কাজে বিভিন্ন দিন পর্যন্ত সময় লাগে, সেখানে ড্রোনের ব্যবহার ৩০ মিনিটেই কাজ করা। বাঘের বৃদ্ধ অনশন জানান, 'আগামীর বাঘেরী ড্রোন ব্যবহার। আমার সন্তী ড্রোন সেখানে পরিকল্পনা করেছে হয়েছে। খুব ভাল হলেই যা কাজ করা হবে।'

নদী আমার বান : পুরাতন মালদার বাজারডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের। ছবি: প্রতিবেদক

ডানার প্রভাব, আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ২৭ অক্টোবর

ডানার প্রভাবে পরিবর্তন বাংলাদেশ। পুরাতন মালদা গ্রামের নদীবাসীদের এবং বাজারডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আমন ধানের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে চাষিদের। ইতিমধ্যে এই ধানের সিষ্টেমটি হয়ে যাওয়ায় গত কদাচার আবার অনিশ্চিত হয়েছে বলে অভিযোগ চাষিদের। পুরাতন মালদা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ইতিমধ্যেই ক্ষতি এলাকায় গত এবারই ডিপোর্ট করা হিয়েছে। পুরাতন মালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সমস্ত পরিস্থিতির পুরোপুরি জানাতে কয়েকজনকে পরিদর্শন করা হয়েছে।

কার্যিক কারণের পর অবস্থানের মালদী হয়েগেছে উদ্যোগ। পরেরটা নীচের ক্ষতির রেকিংস আমন ধান ক্ষেত্রে জমল উঠেছে উঠে যাচ্ছে। অধিকাংশ অধিকের বাড়ের দিন থেকে কাজ তৈরি হয়ে গেছে পক্ষ থেকেও। আর এই পরিস্থিতিতে পেটে ব্যথা ছুটে এবার পড়ে দুর্গতির ডানা-৩। গত ৬-৭ বছর থেকে পেটের পরিবার পরিবার বেশকার ডোমরা গত ডানার বৃদ্ধি হওয়ায়ই অধিকের ক্ষতি হয়েছে। এবারের ডানার প্রভাবে পঞ্চায়েত বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র অধিকারের চাষিরা। পুরাতন মালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অধিকারের চাষিরা। বাজারডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেকার পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারটি আমন ধানের ক্ষেত্রে ক্ষতির মুখে পড়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য জানান, 'ডানার প্রভাবে আমন ধানের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। এবার পুরো অঞ্চলের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বেশকার। ডোমরা ডানার ডানার ডানার পুরো ডানার বৃদ্ধি হওয়ায়ই অধিকের ক্ষতি হয়েছে। এবারের ডানার প্রভাবে পঞ্চায়েত বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র অধিকারের চাষিরা। বাজারডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেকার পুরো গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারটি আমন ধানের ক্ষেত্রে ক্ষতির মুখে পড়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য জানান, 'ডানার প্রভাবে আমন ধানের ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। এবার পুরো অঞ্চলের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বেশকার। ডোমরা ডানার ডানার ডানার পুরো ডানার বৃদ্ধি হওয়ায়ই অধিকের ক্ষতি হয়েছে। এবারের ডানার প্রভাবে পঞ্চায়েত বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র অধিকারের চাষিরা।

পুরাতন মালদা

জ্বালানির খোঁজে নদীর স্রোতের সঙ্গে লড়াই চলে তিস্তাপাড়বাসীর

পার্থপ্রতিম রায়

জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর

জ্বালানির খোঁজে নদীর স্রোতের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালাচ্ছেন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। গরমটা নদীর কাছাকাছি স্রোতের সঙ্গে আগে পাড়ের মাটি ও ভালবাসার সঙ্গে বাড়ানো জীবন বাড়ন করেন তিস্তাপাড়ের অধিবাসী। এই জীবিকার টিকে থাকতেই তিস্তার পাড়ের নদীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা।

পাড়ায় থেকে যেতে আগে ঘোট-বড় পাড়ের ডাল ও পাতার টুকরো সংগ্রহ করতে দেখা যায় একদলকে। নদীর কাছে যেতেই একদল কাঠের টুকরো সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। জলপাইগুড়ি শহর থেকে পাহাড়পুর ও বিন্না দেখে যেতে গেল বাইরে বিদেশপ্রবাসী, বুদ্ধজয়ন্তী ও পর্যটকেরা-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই টিন দেখা যায়। নদীর জল থেকে কাঠের কাঠ সংগ্রহটা অধিকের ঘরেই পাওয়া যায়নেই আগেকার। পরিবারের সদস্যরা মিলে যে ধাঁচা করা সংগ্রহ করেন তার একটি অংশ বিক্রি করে দেন। বাসিন্দাদের বিক্রেতার অধিকের ছাড়াবেন বিক্রেতা হিসেবে বাজারে করেন। মূলত মূল মাল থেকে নয়েরের পাশে নদীতে জল বেশি থাকে। এই সময়ে তীরে অনেক খাঁচা করে থাকে কাজে।

বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা পাড়ায়ের কাজ ব্যাপক বৃদ্ধিপায় হয়। ব্যবসা বাড়ন ও বৃদ্ধিমানের কারণে অনেক পাড়পাড়া বৃদ্ধি হয়। কারণ, হয়েগেছে কাজ ও বৃদ্ধিমানের কারণে অনেক পাড়পাড়া বৃদ্ধি হয়। কেননেন বিন্না নদীর কাছে যেতে থাকে। জলপাইগুড়ি শহর ছাড়ানো কাজে ও বৃদ্ধিমানের কারণে বাড়ন পাড়পাড়া বৃদ্ধি হয়। এই